Sanatan Dharma

কালের সূক্ষ্ম অবস্থা থেকে কালের বিশাল অবস্থা

সময়ের সবথেকে ক্ষুদ্রতম কণাকে শাস্ত্র অনুসারে “লব” বলা হয়. (যাহাকে একমাত্র সমাধি যোগে সাধনার মাধ্যমেই একমাত্র জানা সম্ভব)

1 বার নিঃশ্বাসে সময় লাগে = 1.99333 সেকেন্ড
1 বার নিঃশ্বাস কালে স্থিতির রেচক কুম্ভক মোট কাল = 0.00667 সেকেন্ড (1 অনুপল)
1 বার প্রশ্বাসে সময় লাগে = 1.99333 সেকেন্ড
1 বার প্রশ্বাস কালে স্থিতির পূরক কুম্ভক মোট কাল = 0.00667 সেকেন্ড (1 অনুপল)
অর্থাৎ
নিঃশ্বাস মোট কাল= 1.99333+0.00667= 2 সেকেন্ড
প্রশ্বাস মোট কাল = 1.99333+0.00667= 2 সেকেন্ড
অর্থাৎ
নিঃশ্বাস মোট কাল + প্রশ্বাস মোট কাল = 2+2= 4 সেকেন্ড = 1 প্রাণ
1 প্রাণ = (1 বার নিঃশ্বাস + 1 বার প্রশ্বাস) + (ত্যাগ স্থিতি + গ্রহণ স্থিতি) = 4 সেকেন্ড

Published on: Jul, 28 2023 09:24

1 প্রাণ = [(1.99333 + 1. 99333) + (0. 00667 + 0.00667)] = 4 সেকেন্ড
1 প্রাণ = (3. 98666 = 2 শ্বাসকাল + 0. 01334 = মোট কুম্ভককাল) = 4 সেকেন্ড
1 বার প্রশ্বাসে ও 1 বার নিঃশ্বাসে মোট অন্ত ও বহিঃকুম্ভককাল = 0.01334
1 প্রাণে মোট কুম্ভককাল = 0.01334 সেকেন্ড = ইহায় জীবের স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল।
21600 প্রাণে = 24 ঘণ্টায় মোট কুম্ভককাল =288.144 সেকেন্ড = 4 মিনিট 48.144 সেকেন্ড
30 দিনে মোট কুম্ভককাল = (288.1440 x 30) সেকেন্ড = 2 ঘণ্টা 24 মিনিট 4.32 সেকেন্ড
প্রতিদিন যদি স্বাভাবিক কুম্ভক কাল 4 মিনিট 48.1440 সেকেন্ড হয় বা শুধু 4 মিনিট হয় তাতেই মানুষের পূর্ণ আয়ু 100 মানব সৌর বৎসর হয়।

বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে সময়ের পরিমাণকে বর্তমানের ভাষাতে প্রয়োগ:----

1 প্রত্পা = 0.00000185 সেকেন্ড
60 প্রত্পা= 1 পারা = 0.000111 সেকেন্ড
60 পারা= 1 অনুপল = 0.00667 সেকেন্ড
60 অনুপল = 1 বিপল = 0.4 সেকেন্ড
10 বিপল = 01 প্রাণ = 04 সেকেন্ড
60 বিপল = 1 পল = 24 সেকেন্ড = 06 প্রাণ
60 পল = 1 দণ্ড = 24 মিনিট = 360 প্রাণ
1 মুহূর্ত = 2 দণ্ড = 48 মিনিট = 720 প্রাণ
2.5 দণ্ড = 60 মিনিট = 1 ঘন্টা = 900 প্রাণ
30 মুহূর্ত = 60 দণ্ড=1440 মিনিট = 24 ঘন্টা = 1 অহোরাত্র (দিন+রাত্র 😟 21600 প্রাণ
(60 দণ্ড = 1 তিথি - যদিও চন্দ্রের গতি অনুসারে 53 থেকে 60 দন্ড পর্যন্ত একতিথি হতে পারে)
15 তিথি = 1 পক্ষ (শুক্লপক্ষ / কৃষ্ণপক্ষ) (তিথি অনুসারে গণনা)
30 তিথি = 2 পক্ষ (শুক্লপক্ষ + কৃষ্ণপক্ষ) = 1 চান্দ্রমাস
30 অহোরাত্র (দিন+রাত্র 😟 1 সৌর মাস
6 মাস = 1 অয়ন (উত্তরায়ন / দক্ষিনায়ন)
1 উত্তরায়ন = 6 মাস = স্বর্গলোকের দিবাভাগ (সৌর বৎসর অনুসারে)
1 দক্ষিনায়ন = 6 মাস = স্বর্গলোকের রাত্রিভাগ (সৌর বৎসর অনুসারে)
2 অয়ন (উত্তরায়ন + দক্ষিনায়ন) = 12 মাস = 1 বৎসর=দেবলোকের 1 দিন
1 সৌরবৎসর = 360 সৌর অহোরাত্র =দেবলোকের 1 অহোরাত্র
360 সৌরবৎসর= দেবলোকের 1 বৎসর (দেববর্ষ)
1 চান্দ্র বৎসর= 360 তিথি = 355 সৌর অহোরাত্র = পিতৃলোকের 1 দিন
1 উত্তরায়ন = 6 মাস = পিতৃলোকের দিবাভাগ (তিথি-চান্দ্র বৎসর অনুসারে)
1 দক্ষিনায়ন = 6 মাস =পিতৃ লোকের রাত্রিভাগ (তিথি-চান্দ্র বৎসর অনুসারে)
360 চান্দ্রবৎসর= পিতৃলোকের 1 বৎসর (পিতৃবর্ষ)

(355 সৌরঅহোরাত্র [360 তিথি] হিসাবে চান্দ্র বৎসর এবং 360 সৌর অহোরাত্র হিসাবে সূর্য বৎসর এর সমন্বয়এ মোট 365 মানব সৌরঅহোরাত্র ধরে

1 সৌর বৎসর হয়.]

" সুমেরু স্থিতি স্বর্গলোকঃ" অর্থাৎ সুমেরু অংশ দেবতা বা দেবলোক অবস্থিতি বলিয়া উহাদের বা পৃথিবীর ঐ অংশে ছয়মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রি থাকে। দেবতাদের ঐ ছয়মাস (উত্তরায়ণ কে দিবা ও ছয়মাস রাত্রি (দক্ষিণায়ন) কে রাত বলা হয়। এই জন্যই পৃথিবীর এক সৌর বৎসরে অর্থাৎ 2 টি অয়নে দেবতাদের একটি অহোরাত্র হয় আর পিতৃলোকের চন্দ্রলোকে থাকেন বলিয়া পৃথিবীর এক চান্দ্র বৎসরে পিতৃলোকের এক অহোরাত্র হয়।

যথাক্রমে –

চান্দ্র বৎসর ও সৌর বৎসর এর জন্য গড়ে 360 দিন 1 বৎসর ধরা হয়।
মানবের 360 বৎসরে= 1 দিব্যবর্ষ হয় ।
শাস্ত্রে উক্ত আছে চতুর্যুগের মোট আয়ুর পূর্ণ অনুপাত হইল = 12000 দিব্য বর্ষ
12000 দিব্য বর্ষ = 12000 x 360 = 43,20,000 সৌর বৎসর (যুগের ধ্রুবক সংখ্যা)
সত্য + তেতা+ দ্বাপর+ কলি = 1 দিব্যযুগ= 12000 দেববর্ষ= 4320000 সৌরবৎসর
শাস্ত্র অনুসারে :– সত্য + তেতা+ দ্বাপর+ কলি = 4320000 সৌরবৎসর
(4 যুগের মোট যুগের ধ্রুবক সংখ্যা = 4320000 সৌরবৎসর)

বিশেষ দ্রষ্টব্য:-

1. এটি যুগের সময়কাল বিচারে এক-একটি যুগের এক-একটি শাস্ত্রীয় ধ্রুবক সংখ্যা– শাস্ত্রীয় ধ্রুবক সংখ্যা অনুসারে শাস্ত্রীয় গাণিতিক নিয়ম অনুসারে মূল যুগের সময়কাল নির্ণয় করতে হয় - নিচে শাস্ত্রীয় গাণিতিক নিয়ম অনুসারে যুগের মূল সময়কাল নির্ণয় পদ্ধতি দেওয়া হচ্ছে যুগের মূল সময়কাল নির্ণয় হল যুগের মূল আয়ুষ্কাল

2. বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে পৃথিবীলোক মনুষ্য জাতির জন্য নির্ধারিত হয়েছে এবং এই পৃথিবী লোকে এই সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি যুগের বার বার আবর্তন হয়,---- তাই মানুষের আয়ু বিচার এর ধ্রুবক সংখ্যা এর সঙ্গে প্রতিটি যুগের শাস্ত্রীয় যুগের আয়ু ধ্রুব সংখ্যা দ্বারা গণিতের মাধ্যমেই যুগের মুল আয়ু এবং যুগ অনুসারে মানুষের আয়ু নির্ণয় করা যায়.

আকাশরুপী ভগবানকে আমরা একটি পূর্ণ গোলক বা মহাবৃত্তরূপে কল্পনা করিয়া থাকি।
মহাবৃত্তের পূর্ণমান = 360± = 360 অংশ।
মহাবৃত্তের মধ্যে 12 টি রাশি কল্পিত হয়, তাহলে প্রত্যেকে রাশির মান 360 ÷ 12= 30±=30 অংশ
মহাবৃত্তরুপী আকাশে মূল 27 টি নক্ষত্র পৃথিবীর উপর বেশী কার্যশীল বলিয়া 27 টি নক্ষত্র দ্বারা কর্মফল বিচার করা হয়।
প্রত্যেকে নক্ষত্রের পূর্ণমান = 360± ÷ 27 =13±20 মিনিট
27 টি নক্ষত্র ও 12 টি রাশি জীবের কর্মফলদায়ক। অবশ্য সূর্য্যাদি নবগ্রহ মহাবৃত্তে পরিভ্রমশীল। তারাই 12 টি রাশি ও 27 টি নক্ষত্র এর ক্ষেত্রে পরিভ্রমরত অবস্থায় জীবগণকে কর্মফল ও কর্মগতি দান, অবশ্য সময়ানুসারে।আকাশ মহাবৃত্তে গ্রহ , নক্ষত্র রাশিগুলি সময় অর্থাৎ কালের সামঞ্জস্য জীবগণকে ফলদেয় তাহলে তাদের বা মহাবৃত্তের 360± এর সঙ্গে বা কালের সামঞ্জস্য

Published on: Jul, 28 2023 09:24

কোথায় হচ্ছে তা এবার দেখো যাক।
পূর্ণ মহাকাশ = মহাবৃত্ত =360±= 360 অংশ
1 টি রাশির মান = 30±=30 অংশ = 27000 টি প্রাণ

1 টি নক্ষত্রের মান = 13±20 মিনিট = 13 অংশ 20 কলা (1 কলা = 1 মিনিট)
1±= 1অংশ = 60 মিনিট = 1 ঘন্টা = 900 প্রাণ
24 ঘণ্টায় = 1 দিন = (900 x 24) = 21600 প্রাণ (21600 বার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস হয়ে থাকে)
21600 প্রাণ = 24 ঘণ্টা = 1 দিন = পৃথিবীর আহ্নিক গতি।
1 মিনিট 15 টি প্রাণ হয় .....60 মিনিটে = 900 টি প্রাণ হয়
1±= 1অংশ = 60 মিনিট = 60 কলা = 1 ঘন্টা = 2.5 দন্ড = 900 প্রাণ
30± = 1 টি রাশি = 27000 টি প্রাণ
360 ± = 12 টি রাশি = পূর্ণরাশিচক্র = 3,24,000 টি প্রাণ রাশিচক্রের পরিমাণ ধরিয়া যুগের আয়ুষ্কাল নির্ণয় করিতে হয়।
1 আহ্নিক গতি = 24 ঘণ্টা = 21600 টি প্রাণ
প্রশ্বাস প্রাণ বা শ্বাস প্রশ্বাসের দ্বারা যুগ পরিমাণ নির্ণয়ে 21600 টি শ্বাস প্রশ্বাস।
(21600 সংখ্যাটিকে আয়ু বিচারের ধ্রুবক সংখ্যা হিসাবে ধরা হয়)

শতক পদ্ধতি অনুসারে পূর্ণমানকে সর্বদা 100 ধরিয়া কল্পনা করিতে হয়।
অর্থাৎ শাস্ত্র অনুসারে:-------
1. সত্য যুগ = 4 পাদ ধর্ম = 100
2. ততো যুগ = 3 পাদ ধর্ম = 75
3. দ্বাপর যুগ= 2 পাদ ধর্ম = 50
4. কলি যুগ = 1 পাদ ধর্ম = 25

শাস্ত্র অনুসারে :– সত্য + ততো+ দ্বাপর+ কলি = 4320000 সৌরবৎসর
(4 যুগের মোট যুগের ধ্রুবক সংখ্যা = 4320000 সৌরবৎসর)

(1). 4 পাদযুক্ত ধর্ম স্থিতি সত্যযুগের মূল আয়ু =
432000/21600=200*100=20,000 সৌরবৎসর
(2). 3 পাদযুক্ত ধর্ম স্থিতি ততোযুগের মূল আয়ু =
432000/21600=200*75=15,000 সৌরবৎসর
(3). 2 পাদযুক্ত ধর্ম স্থিতি দ্বাপরযুগের মূল আয়ু =
432000/21600=200*50=10,000 সৌরবৎসর
(4). 1 পাদযুক্ত ধর্ম স্থিতি কলিযুগের মূল আয়ু =
432000/21600=200*25= 5,000 সৌরবৎসর

সত্য + ততো+ দ্বাপর+ কলি মূল মোট আয়ু =
20000+15000+10000+5000=50,000 সৌরবৎসর

1. সত্য যুগের সন্ধিক্ষণ = 571 বৎসর 5 মাস 04 দিন 01 ঘন্টা 55 মিনিট 12 সেকেন্ড
2. ততো যুগের সন্ধিক্ষণ = 428 বৎসর 6 মাস 25 দিন 13 ঘন্টা 26 মিনিট 24 সেকেন্ড

3. দ্বাপর যুগের সন্ধিক্ষণ = 285 বৎসর 8 মাস 27 দিন 00 ঘন্টা 57 মিনিট 36 সেকেন্ড
4. কলি যুগের সন্ধিক্ষণ = 142 বৎসর 10 মাস 08 দিন 12 ঘন্টা 28 মিনিট 48 সেকেন্ড

1 দিব্য যুগ = 4 যুগের মোট আয়ু = 51,428.570 মানব সৌরবৎসর
1 দিব্য যুগ = 4 যুগের মোট আয়ু =51,428 বৎসর 6 মাস 25 দিন 04 ঘন্টা 48 মিনিট

1000 দিব্য যুগ = 1 কল্পকাল = 51428570 মানব সৌরবৎসর
1000 দিব্য যুগ = সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার 1 দিবাভাগ সময় = সৃষ্টির স্থিতিকাল
1000 দিব্য যুগ= সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার 1 রাত্রিভাগ সময় = সৃষ্টির লয়কাল
1000 দিব্য যুগ = ব্রহ্মার 1 দিবাভাগ সময় = সৃষ্টির স্থিতিকাল = 1 কল্পকাল
1000 দিব্য যুগ = 1 কল্পকাল = সৃষ্টির 14 জন মনুর মোট রাজত্বকাল অর্থাৎ

1 জন মনুর মোট রাজত্বকাল সময় = 36,73,469.285 মানব সৌরবৎসর

মনুর বংশধরদের বলা হয় মনুষ্য বা মানুষ। মনু ব্রহ্মার সৃষ্টি। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার একদিনে 14 টি মনুষ্য থাকে। একজন মনু গেলে ব্রহ্মা পরবর্তীটি মনুকে বেছে নেন। এইভাবে মোট 14টি মন্বন্তর 14টি ভিন্ন মনু দ্বারা পরিচালিত। সপ্তম মন্বন্তরের সমাপ্তি ব্রহ্মার দিনের মধ্যাহ্নকে চিহ্নিত করে।

আগের 6 জন মনু ছিলেন: (প্রত্যেক মনু কমপক্ষে 71 দিব্যযুগ অবশ্যই থাকেন)
1.স্বয়ম্ভু
2.সোভারোসিসা
3.উত্তমা
4.তমসা
5.রাইভাত
6.কাকসুসা
সপ্তম মনু, যিনি বর্তমানে শাসন করছেন, বৈবস্বত এবং তিনি বিভাসবানের পুত্র। তাই বর্তমান মন্বন্তরের নাম বৈবস্বত মন্বন্তর। প্রত্যেক মনু কমপক্ষে 71 দিব্যযুগ অবশ্যই থাকেন □-- বৈবস্বত মনু ইতিমধ্যে 27 দিব্যযুগে বেঁচে আছেন এবং 28 তম দিব্যযুগ মন্বন্তরের কলিযুগে আছেন।
এই বৈবস্বত মনুর কার্যকাল শেষ হলে এর পরে যে মনু আসবেন :-- অষ্টম মন্বন্তরের মনুর নাম "সাবর্ণ মনু"
শাস্ত্র অনুসারে 2036 খ্রিস্টাব্দে যে যেদিন অক্ষয় তৃতীয়া তিথি পড়বে সেদিন থেকে আবার বৈবস্বত মনুর 28 তম দিব্যযুগ মন্বন্তরের কলিযুগের এবং তার সন্ধিক্ষণ সময়ের পূর্ণ অবসান হয়ে 29তম দিব্য যুগ মন্বন্তরের নূতন চারটি যুগের ক্রমান্বয়িক ধারায় প্রথম সত্যযুগ শুরু হবে ।

1000 + 1000 দিব্যযুগ= 2000 দিব্যযুগ = ব্রহ্মার 1 অহোরাত্র (দিন+রাত্র)
ব্রহ্মার 1 অহোরাত্র (দিন+রাত্র 😦 2000 দিব্যযুগ
সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার 360 দিন = সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার 1 বছর
সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার 100 বছর = সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল
এক ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল শেষ হলে তিনি মহাবিষ্ণুতে লীন হয়ে যান এবং অন্য একজন

নতুন ব্রহ্মার কর্মকাল শুরু হয়

ব্রহ্মার মোট আয়ুষ্কাল = মহাবিষ্ণুর 1 দিন (অহোরাত্র) মাত্র
মহাবিষ্ণুর 360 দিন = মহাবিষ্ণুর 1 বছর
মহাবিষ্ণুর 100 বছর = মহাবিষ্ণুর আয়ুষ্কাল
মহাবিষ্ণুর আয়ুষ্কাল শেষ হলে তিনি মহাসদাশিবতে লীন হয়ে যান এবং অন্য একজন নতুন মহাবিষ্ণুর কর্মকাল শুরু হয়

মহাবিষ্ণুর মোট আয়ুষ্কাল = মহাসদাশিব এর 1 দিন (অহোরাত্র) মাত্র
মহাসদাশিব এর 360 দিন = মহাসদাশিব এর 1 বছর
মহাসদাশিব এর 100 বছর = মহাসদাশিব এর আয়ুষ্কাল
মহাসদাশিব এর আয়ুষ্কাল শেষ হলে তিনি যোগমায়াতে লীন হয়ে যান এবং অন্য একজন নতুন মহাসদাশিব এর কর্মকাল শুরু হয়

যতদিন না কোন জীবের ব্রহ্মজ্ঞান হয় ততদিন কোন কারণে কারোরই মুক্তি হয় না এবং সৃষ্টিকে ধরে রাখার জন্য এবং বদ্ধজীবের কর্মফল প্রদানের জন্য— এই ভাবেই সৃষ্টিতে একের পর এক ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আসতেই থাকেন কিন্তু কোন কারনেই মুক্তি লাভ হয়না— জন্ম-মৃত্যু চক্র চলতেই থাকে- যতদিন না কোন জীবের ব্রহ্মজ্ঞান হয়